যুগান্তর

তারিখ 19 APR 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অযত্ন অবহেলায় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর

ইঁদুরে হারিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার খাতা : উদাসীন কর্তৃপক্ষ

আবদুল্লাহ আল মামুন

অযত্ন, অবহেলা আর দেখভালের অভাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের বেহাল অবস্থা হয়েছে। দেখভালের অভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জনগুরুত্বপূর্ণ শাখা থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ পরীক্ষার খাতা হারিয়ে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। পর্যাপ্ত জনবল, জায়গা সংকট ও আন্তরিকতার অভাবে এ অবস্থা বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্টরা।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর সূত্রে জানা গেছে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষক নিয়োগ, প্রতিটি বিভাগের ফলাফল প্রকাশ এবং বিভিন্ন পরীক্ষা শেষে নম্বরপত্র, মূল সনদপত্র এবং নম্বরপত্র প্রদানের কাজ করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর। এছাড়া পরীক্ষার খাতা দেখা বাবদ শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের কাজও এ শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

কর্তৃপক্ষ : উদাসীন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

পরিচালনা করেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের তৃতীয় তলার উত্তর পার্শ্বে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক নামে একটি শাখা রয়েছে। এ শাখার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য প্রায় ৬৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন।

সরেজমিন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর ঘুরে দেখা গেছে সেখানকার চিত্র। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে ঢুকতে টয়লেটের গন্ধ। সামনের দিকে বিভিন্ন বিভাগের চূড়ান্ত বর্ষের পরীক্ষার খাতার স্তূপ। এ শাখার বারান্দার দুই পাশে রাখা হয়েছে প্রয়োজনীয় এসব কাগজপত্র। এক থেকে দু'জন মানুষ হাঁটতে গেলে বেধে যাবে একে ওপরের সঙ্গে। আরেকটু সামনে গেলে মিলবে মূল সনদ, নম্বরপত্র এবং ট্রান্সক্রিপ্ট লেখার কক্ষ। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর অনার্স, মাস্টার্সের নম্বরপত্র, সনদপত্র, ট্রান্সক্রিপ্ট লেখার জন্য কেবল তিনজন কর্মকর্তা রয়েছেন। যেটি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের এক লিপি কৌশলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট, মার্কসিট, মূল সনদপত্রসহ সব কাজ আমাদের তিনজনকে করতে হয়। এর মধ্যে আবার ১১টি বিভাগের সান্ধ্যকালীন কোর্সের সার্টিফিকেট লিখতে হচ্ছে যেটি আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা গেছে, অতি গুরুত্বপূর্ণ এসব কাগজপত্র দিনের পর দিন বারান্দায় পড়ে থাকলেও নজর নেই অফিসিয়াল কর্তাব্যক্তিদের। ফলশ্রুতিতে চুরি হয়ে যাচ্ছে এসব কাগজপত্র। নাম প্রকাশে না করার শর্তে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে কর্মরত এক কর্মচারী বলেন, ক'দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থী তার ফলাফলে ঘষামাজার অভিযোগ এনে হাইকোর্টে রিট করেন। তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ওই খাতা খোঁজার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের কর্মকর্তা মুনতাসির বলেন, বেশ কয়েক বছর আগে একটি খাতা পুরনো খাতার সঙ্গে মিশে যায়। ওই খাতা খোঁজ করতে আমাদের পুরনো এবং নতুন সব খাতা ঘেঁটে দেখতে হয়েছে। তিনি বলেন, প্রয়োজনের তুলনায় জায়গা সংকট থাকায় এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে জানা গেছে, ২২টি বিভাগে পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে এবং পরে খাতা আনা-নেয়ার জন্য মাত্র ৩ জন পিয়ন রয়েছে। এসব বিভাগের পরীক্ষা শেষে যে খাতা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরে আসছে তা বাঁধাই করছে এক ব্যক্তি।

এ বিষয়ে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক মোহাম্মাদ আলী যুগান্তরকে বলেন, গোডাউন না থাকার কারণে খাতা বারান্দায় রাখতে হচ্ছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতর থেকে জনবল চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করা হয় কর্তৃপক্ষও দিতে সম্মত হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা নিরসন হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. আবদুল হাকিম সরকার যুগান্তরকে বলেন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের যে সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ বিষয়ে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। তবে বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দ্রুত সমাধান করা হবে।